

158714 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে চহিণাবশযে দয়িবে বরকত লাভ করা জায়যে; তনি ছাড়া অন্য কারোটো দয়িবে জায়যে নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রিয় মুসলমি ভাইয়রো, আমি ইন্টারনেটে একটি ওয়েব সাইট ভিজিট করছি। সেখানে আমি এমন একটি তথ্য পয়েছি যেটাকে আমার কাছে বদিআত মনে হয়; আল্লাহই ভাল জানেন। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে এ হাদিসেরে বশিদ্ধতার ব্যাপারে অবহতি করবেন। কনেনা হাদিসটির ব্যাপারে আমার সন্দেহে হচ্ছে। সহি মুসলমিরে অধ্যায় ২৪ হাদিস নং ৫১৪৯ এ আসমা বনিত আবু বকর (রাঃ) এর ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ (সে ছিল আতা এর ছেলেরে মামা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আসমা আমাকে আব্দুল্লাহ বনি উমরের কাছে এই কথা বলতে পাঠালেন যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তুমি নাকি তনিটিনিজিসিকে হারাম মনে কর। কাপড় (রশেমেরে) নকশা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং এর মীছারা (রশেমেরে তরৌ লাল বর্ণেরে হাওদার আচ্ছাদন) ও রজবেরে পুরো মাস রোযা পালন করা।

তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বললেন, আপনি যে রজব মাসেরে রোযা হারামেরে কথা বললেন এটা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কভাবে বলা সম্ভব যিনি সারা বছর রোযা পালন করেন? আর আপনি যে কাপড় (রশেমেরে) পাড় বা নকশার কথা বললেন, এ সমন্ধে আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনছি, রশেমী কাপড় কেবল সে লোকই পরবে (পরকালে) যার কোন হিসসা নাই। তাই আমার আশংকা হল নকশাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর গাঢ় লাল রঙ-এর মীছারা (পর্দার আচ্ছাদন): এই তাকে আব্দুল্লাহর মীছারা। দেখলাম, আসলইহে সটে গাঢ় লাল রং-এর (সুত বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আসমা (রাঃ) এর কাছে ফিরে গেলোম এবং তাঁকে এ বিষয়ে খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন: এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুব্বা। এই বলে তিনি একটি তায়লামান কসিরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কসিরার দকি সন্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং এর একটি জুব্বা বেরে করলেন যার পকেটেটি ছিল রশেমেরে তরৌ এবং এর দুই পাশেরে ফাঁড়া ছিল খাঁটি রশেমেরে টুকরা দ্বারা আবৃত। তিনি বললেন, এটি আয়শার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটিনিয়িছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের আরোগ্য হাসলিরে জন্য এটি ধটোত করি এবং সে পানিতাদের কে পান করয়ি থাকা।” এ হাদিস সহি কনি?

প্রিয় উত্তর

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলহামদু লিল্লাহ।

এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে (২০৬৯) বর্ণনা করেছেন; যমেনটি প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করেছেন ঠিকি সে ভাষায়।

ইমাম আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থেও (১৮২) সংক্ষেপে হাদিসটি সংকলন করেছেন। বাইহাকী তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে (৪৩৮১) আব্দুল মালিকি (তিনি হচ্ছেন আবু সুলাইমান এর ছেলে) এর সূত্রে একই সনদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এই সনদটি মুত্তাসলি ও সহিহ; এর বর্ণনাকারীগণ সকলে নরিভরযোগ্য। এ হাদিসটির শুদ্ধতা সাব্যস্তের জন্য হাদিসটি সহিহ মুসলিমি থাকাই যথেষ্ট। এ হাদিসকে কটে প্রশ্নবদ্ধিধ করে কথা বলছেন মরম্ আমাদরে জানা নহে। সুতরাং এমন একটি হাদিসকে কটাক্ষ করা কথিবা এটাকে সহিহ বলা থেকে বরিত থাকা নাজায়যে।

এ হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রজব মাসে রোযা রাখা হারাম মরম্ যে সংবাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করা হয়ছে তনি সে সংবাদকে অস্বীকার করেছেন। বরং তনি জানাচ্ছেন যে, তনি গটো রজব মাস রোযা রাখনে; যহেতু তনি সারা বছর রোযা পালন করেন। সারা বছর রোযা পালন করেন মানে দুই ঈদরে দনিগুলো ও তাশরকিরে দনিগুলো ব্যতীত। এটি ইবনে উমর (রাঃ), তাঁর পতি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আয়শি (রাঃ), আবু তালহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদরে অভিমিত। ইমাম শাফয়েি ও অপরাপর কিছু আলমেরে অভিমিতও হচ্ছে, সারা বছর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

আর আসমা (রাঃ) কাপড়ে (রশেমরে) নকশা করা হারাম মরম্ ইবনে উমর (রাঃ) এর যে অভিমিত উল্লেখ করেছেন ইবনে উমর (রাঃ) সটো স্বীকার করেননি। বরং তনি জানয়ি দে নে যে, তনি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন এ আশংকা থেকে যনে রশেম সম্পর্কে সাধারণ যে নষিধোজ্জা এসছে তার অধীনে নকশা যনে পড়ে না যায়। আর মীছারা সম্পর্কে তার থেকে আসমার কাছে যা পটৌছেছে সটোও তনি অস্বীকার করেন। তনি বলেন: এটাই তো আমার মীছারা। সে মীছারাটি ছিল আরজুওয়ানরে তরৌ। আরজুওয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- লাল রঙের; রশেমরে তরৌ নয়। বরং সটো ছিল পশম কথিবা অন্য কিছু দিয়ে তরৌ। যসেব হাদসি আরজুওয়ানরে মীছারা থেকে নষিধে করা হয়ছে সেসেব হাদসিরে বখান রশেম ব্যবহার করা নষিধেকারী হাদসিসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে।

আর আসমা (রাঃ) যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে রশেমরে হাতযুক্ত জুব্বা বরে করে দেখেয়েছেন সটো এ কথা বুঝানোর জন্য করেছেন যে, এ ধরণের জামা ব্যবহার হারাম নয়। শাফয়েি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবরে এটাই অভিমিত যে,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি কোন জুব্বা, কথ্বা পাগড়ি পার্শ্ব বশিষে রশেমেরে তরী হয় যদি সেরশেমেরে পরিমাণ চার আঙুলেরে চয়ে বশে নি হয় তাহলে সেরা ব্যবহার করা জায়ে। চার আঙুলেরে বশে হলে হারাম।

এ হাদিস থেকে পরিমাণ পাওয়া যায় যে, রশেম সম্পর্কে যে নযিধোজ্জা এসছে সেরা সম্পূর্ণ পোশাক রশেম দিয়ে তরী হলে কথ্বা বশেরি ভাগ অংশ রশেম দিয়ে তরী হলে সে পোশাকেরে ক্ষতেরে। এ নযিধোজ্জার দ্বারা আংশিক রশেমেরে ব্যবহার হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নয়; যমেনটি মদ ও স্বর্ণেরে ক্ষতেরে উদ্দেশ্য। কারণ মদ ও স্বর্ণেরে ক্ষুদ্র অংশও হারাম।[সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

আর আসমা (রাঃ) হাদিসেরে শযোংশে যে কথা বলছেন যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরিধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের আরোগ্য হাসলিরে জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদেরকে পান করিয়ে থাকি।” এ ধরণের বরকত গ্রহণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। সলফে সালহীনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে চহিণাবশযে ছাড়া অন্য কারো চহিণাবশযে এর ক্ষতেরে এ ধরণের কাজ করতেন না।

আরও জানতে দেখুন: [10045](#) নং ও [100105](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।